

দেশের চার মোবাইল ফোন অপারেটরের কাছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পাওনা ৩ হাজার ১শ' কোটি টাকা আদায় নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। অপারেটরদের দাবি, এনবিআর কোনো টাকাই পায় না। অন্যদিকে এনবিআর বলেছে, অপারেটরেরা ৩ লাখ সিম রিপ্লেসমেন্ট কর পরিশোধ করেনি। এনবিআরের সবচেয়ে বড় করদাতা ইউনিটের (এলটিইউ) হিসাব মতে, কর বাবদ গ্রামীণফোনের কাছে ১ হাজার ৫৮০, বাংলালিংকের কাছে ৭৭৪, রবির কাছে ৬৬৫ ও এয়ারটেলের কাছে ৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব পাবে এনবিআর।

চার মোবাইল ফোন অপারেটরের সিমট্যাক্স ফাঁকি এনবিআরের পাওনা ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা

হিটলার এ. হালিম

অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন

দেশের চার মোবাইল ফোন অপারেটরের কাছে সিম রিপ্লেসমেন্ট কর বাবদ এনবিআর দাবি করেছে ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ সংক্রান্ত রিভিউ কমিটি সম্মতি যে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, তাতে এনবিআর এ বাবদ টাকা পায় ২৫১ কোটি টাকার কিছু বেশি। রিভিউ কমিটি গত ২৭ আগস্ট প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

এনবিআরের বড় করদাতা ইউনিটের (এলটিইউ) হিসাব মতে অপারেটরেরা ৩ লাখ সিম রিপ্লেসমেন্ট কর পরিশোধ না করায় গ্রামীণফোনের কাছে ১ হাজার ৫৮০, বাংলালিংকের কাছে ৭৭৪, রবির কাছে ৬৬৫ ও এয়ারটেলের কাছে ৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব পাবে এনবিআর। এনবিআরের হিসাবে ২০০৭ সালের জুন থেকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রিপ্লেসমেন্ট সিম ইস্যু করে। তবে বিশাল অঙ্কের টাকা বকেয়া দেখানোর আগে এনবিআর অভিমুক্ত সিমগুলো থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে (র্যান্ডম স্যাম্পলিং) মাত্র ২০টি সিম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। অন্যদিকে রিভিউ কমিটি স্যাম্পল হিসেবে ৪ হাজার ৯০০ সিম পরীক্ষার জন্য নেয়। এর মধ্যে গ্রামীণফোনের ১ হাজার ৪০০, বাংলালিংকের ১ হাজার ২০০, রবির ১ হাজার ২০০ এবং এয়ারটেলের ১ হাজার ১০০ সিম রয়েছে। এছাড়া বাংলালিংক, রবি ও এয়ারটেলের প্রায় সব এবং গ্রামীণফোনের ৪৪ শতাংশ সিম ২০টি উপায়ে পরীক্ষা করে দেখেছে রিভিউ কমিটি।

রিভিউ করা সিমের মধ্যে বাংলালিংকের ৪ দশমিক ৮৩, রবির ৩, এয়ারটেলের ০ দশমিক ৩৬ এবং গ্রামীণফোনের ১২ দশমিক ২৬ শতাংশ সিম সমস্যা শনাক্ত করেছে রিভিউ কমিটি। রিভিউ কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন অনুসারে গ্রামীণফোনের বকেয়া ১৯৪ কোটি, বাংলালিংকের ৩৭ দশমিক ৩৮ কোটি, রবির ১৯ দশমিক ৬৫ কোটি এবং এয়ারটেলের ০ দশমিক ১৮৯৮ কোটি টাকা। মোট বকেয়ার পরিমাণ ২৫১ দশমিক ২১ কোটি টাকা। তবে সব সিম রিভিউ শেষ হলে মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ আরও কিছু বাড়বে, তবে তা কোনো অবস্থাতেই ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা হবে না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

এর আগে বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস জানান, খ্রিজি নিলামের আগেই এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু খ্রিজি নিলামের আগে পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে, নিলামের পরেই সংস্থাটি বিষয়টির সমাধান করবে। যদিও এরই মধ্যে বিটিআরসি, মোবাইল ফোন অপারেটরেরা অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে। এনবিআর থেকে রিভিউ কমিটির আহ্বায়ককে একটি নোট পাঠানো হয়েছে। ওই নোটে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এখনই সরকারকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এনবিআরের দাবি, সিম পরিবর্তনের নামে নতুন সিম বিক্রি করলেও নির্ধারিত শুল্ক দেয়নি চার অপারেটর। এনবিআরের হিসাবে ২০০৭ সালের জুন থেকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অপারেটরগুলো ৩ লাখের বেশি রিপ্লেসমেন্ট সিম ইস্যু করে। এসব সিমের বিপরীতে ৩৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) যথাসময়ে পরিশোধ করেনি অপারেটরেরা। এ কারণে রাজস্ব ফাঁকির বিপরীতে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের ওপর আরও ২ শতাংশ অতিরিক্ত কর ধরে ৩ হাজার ১শ' কোটি টাকা দাবি করেছে এনবিআর। মোবাইল অপারেটরেরা এ ব্যাপারে বলেছে, ২০০৫ সালের ১৩ জুনে করা আইন

অনুযায়ী সিম বদলের জন্য কোনো কর দিতে বাধ্য নয় এরা। কিন্তু অপারেটরদের এ দাবি মানতে নারাজ এনবিআর।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো কারণে সিম হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে সংযোগ অপরিবর্তিত রেখে সিম বদলে নিতে পারবেন গ্রাহক। এ জন্য কোনো রাজস্ব দিতে হয় না। যিনি সিম কিনবেন, তিনিই শুধু এ সুযোগটি পাবেন। কিন্তু অপারেটরগুলো হারানো সিম প্রথম গ্রাহকের নামে ইস্যু না করে নতুন গ্রাহককে একই নম্বরের সিম দিয়েছে। এভাবে নতুন গ্রাহক তৈরি হলেও এর জন্য অপারেটরগুলোকে কোনো রাজস্ব দিতে হয়নি। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার একাধিক তথ্য-প্রমাণ থাকায় এনবিআর বকেয়া আদায়ের দাবিতে বরাবরই অনড়।

এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতে মামলাও হয়। ৬ জুনে দেয়া মামলার রায়ে ১২০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাওনা টাকার বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য এনবিআরকে নির্দেশ দেন আদালত। জানা গেছে, এ সময়ে চার অপারেটর কর্তৃপক্ষ এনবিআরের সাথে একাধিক বৈঠক করেছে। কিন্তু ওইসব বৈঠকে পাওনা পরিশোধের বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

এনবিআরের দাবি সত্য যে কারণে

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা মোবাইল ফোনের সিম নতুন মোড়কে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আর তা জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন ঘটনা। বিক্রেতাদের কাছ থেকে ওই সিম কিনে ক্রেতা চালু করতে গেলেই বাধছে বিপত্তি। সিমের মালিকানা দাবি করে বসছে আরেকজন, যিনি সিমটি আগে কিনেছিলেন। এ অসাধু কারসাজির কারণে ক্রেতা নিজের অজান্তেই সিম বিষয়ক জটিলতার ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

অন্যদিকে একজনের সিম অন্যজন মালিক সেজে কাস্টমার কেয়ার থেকে তুলে নিচ্ছে প্রতারকেরা। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। মোবাইল ফোন অপারেটরদেরা বলেছেন, এমনটি হওয়ার কথা নয়। কেনো এবং কীভাবে ঘটছে তা

অপারেটরদেরা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে।

মোবাইল অপারেটরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সিম আবার বিক্রি করছে। নম্বর থাকছে আগেরটিই। ফলে আগের ব্যবহারকারী মোবাইলে টাকা রিচার্জ করলে তার নম্বরটিও (প্রকৃতপক্ষে একই নম্বর) সচল হয়ে যাচ্ছে।

কোনো কারণে কাস্টমার কেয়ার থেকে সিম তুলতে গেলে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিতে হয়। কিন্তু কাগজ ও তথ্যের শতভাগ নয়, ৭০ ভাগ মিললেই (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩০ ভাগ) সিম দাবিদারের কাছ থেকে আন্ডারটেকেন নিয়ে দেয়া হচ্ছে রিপ্রেস সিম। পরে সিমের মূল দাবিদার প্রয়োজনীয় কাগজ ও তথ্য জমা দিলেই ঘটছে বিপত্তি। এ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ তথ্য ও আন্ডারটেকেন দিয়ে সিম নেয়া ব্যক্তির সিম বন্ধ করে দেয়ার নিয়ম থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না। এরকম চলতে থাকলে এ খাতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

যদিও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি প্রকৃত ব্যক্তিকে ছাড়া অন্য কাউকে সিম না দিতে একটি নির্দেশনা জারি করেছে। সম্প্রতি মোবাইলে অর্থ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের এজেন্ট সিম রিপ্রেস হয়ে টাকা খোয়া যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি এ নির্দেশনা জারি করে। নির্দেশনাটি এখনও সম্পূর্ণভাবে মানা হচ্ছে না বলে জানান দেশের শীর্ষ দুই মোবাইল অপারেটরের দুই পদস্থ কর্মকর্তা।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সিম নতুন মোড়কে বাজারে বিক্রি যোরতর অন্যায়ে বলে মনে করেন বিটিআরসির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরিচালক। তিনি বলেন, যিনি একটি সিম কেনেন তিনিই আজীবনের জন্য সিমের মালিক হয়ে যান। কারণ, সিমটাস্ব দ্বিগুণে ক্রেতাকে সিমটি কিনতে হয়। বর্তমানে সিমটাস্ব ২০০ টাকা। সিমের দাম বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা সংশ্লিষ্ট অপারেটর পরিশোধ করে। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর যদি কোনো অপারেটর ওই সিমের বিপরীতে বাজারে নতুন সিম ছাড়ে, সেটা অবৈধ কাজ হবে বলে ওই পরিচালক মনে করেন। তিনি

জানান, এরই মধ্যে অনেক গ্রাহক বিটিআরসিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। বন্ধ থাকা সিম বিক্রি বা মালিক সেজে অন্য কেউ রিপ্রেস সিম তোলায় বিরুদ্ধে বিটিআরসি ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। বিটিআরসি পরিচালক বলেন, এভাবে যদি কোনো অপরাধী বা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার হওয়া সিম সাধারণ মানুষের হাতে চলে যায়, তাহলে তার জন্য কী ধরনের ভয়ঙ্কর অবস্থা অপেক্ষা করছে তা বলাইবাহুল্য।

জানা যায়, কোনো সিম একটানা ৯০ দিন বন্ধ থাকলেই সিমটি বন্ধ ধরে নেয়া হয়। তখনই সিমটি মোট বন্ধ থাকা সিমের তালিকায় চলে যায়। রিচার্জ করা মাত্রই আবার সিমটি চালু হয়ে যায়।

এ বিষয়ে গ্রামীণফোনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, আমরা বিষয়টির খোঁজ নিচ্ছি। এক বছর কোনো সিম বন্ধ থাকলে সে সিমের নম্বরটি আমরা পুনরায় বাজারে বিক্রি করতে পারি, যদিও আমরা তা করি না। তিনি জানান, বর্তমানে অপারেটরটির প্রায় ৫০ লাখ সিম বন্ধ রয়েছে।

রবির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, একবার বিক্রীত সিম পুনরায় বিক্রি করার কোনো নিয়ম নেই। এটি গ্রাহকের আজীবনের জন্য। তবে মূল মালিক ছাড়া অন্য কেউ সিম রিপ্রেস করছে কিনা, সে বিষয়টির প্রতি তারা ভবিষ্যতে আরও কৌশলী হবেন বলে জানান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, একবার বিক্রির পর যদি কোনো সিমের মালিকানা বদল হয়, তাহলে অপারেটরদের সিমটাস্ব দিতে হবে। এ নিয়মের ফলে বন্ধ থাকা সিম পুনরায় বিক্রি কমে আসতে পারে বলে অভিমত সংশ্লিষ্টদের।

ওপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলো 'একাধিক বিশেষ সূত্র' তুলে দেয় এনবিআরের কানে। আর তখনই এনবিআর বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে ঘটনার সত্যতা পায়। আর বাজারে নতুন মোড়কে পুরনো সিম পাওয়া যাওয়ায় গ্রাহক মনেও সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে।

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com